দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 05 APR 2007 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

ঢাবি ক্যাম্পাসে তোলপাড়

ভুয়া ভর্তির জন্য রাজধানীতে রয়েছে কয়েকটি কন্সালটেন্সি ফার্ম

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ হাজার ভুয়া ভর্তি সংক্রান্ত খবরে ক্যাম্পাসে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। জারি হয়েছে এক প্রকার 'রেড এলার্ট'। ভর্তি কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক ভবনের কোন কর্মকর্তাকে ছুটি না দেয়ার জন্য মৌখিক নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ভর্তি সংক্রান্ত সকল ফাইল সংরক্ষণেও বিশেষ নজর রাখতে বলা হয়েছে। এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুয়া ভর্তির জন্য রাজধানীতে বেশ কয়েকটি কন্সালটেন্সি ফার্ম রয়েছে বলে জানা গেছে। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর হারুন অর রশিদ বলেন, কোচিং সেন্টারের মতো এসব কন্সালটেন্সি ফার্ম মোটা অংকের টাকা নিয়ে অবৈধভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির কাজ করে। তাছাড়া ভুয়া ভর্তি সিন্ডিকেটের নেপথ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

শেষের পাতা

ঢাবি ক্যাম্পাসে ১২-এর পৃষ্ঠার পর

প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় একাধিক কোচিং সেন্টারের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

গতকাল (বুধবার) রেজিস্ট্রারের দফতর থেকে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সিআইডিতে ভুয়া ভর্তির সঙ্গে জড়িত শিক্ষার্থী এবং সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ভুয়া হিসেবে চিহ্নিত অর্থনীতি ও লোকপ্রশাসন বিভাগের ৩৩ জন শিক্ষার্থীর কাছে ভর্তি বাতিলের শোকজপত্র দেয়া হয়েছে কাল। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে এদের শোকজের জবাব দিতে হবে। সম্প্রতি দু'টি বিভাগে অনুসন্ধান চালিয়ে মোট ছাত্র-ছাত্রীর প্রায় ১৮ ভাগ শিক্ষার্থীকে ভুয়া বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া অন্যসব বিভাগে ৫ থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ২২ ভাগ পর্যন্ত ভুয়া শিক্ষার্থী রয়েছে বলে জানা গেছে। আগামী ৯ এপ্রিল 'তথ্যানুসন্ধান কমিটি'র সভায় সুনির্দিষ্টভাবে এসব তথ্য প্রকাশ করা হবে।

ভুয়া ভর্তি সিন্ডিকেটের সঙ্গে একজন ডিনসহ উচ্চাভিলাষী কিছু শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, ছাত্রনেতা ও একশ্রেণীর বখাটে ছাত্রের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ উঠেছে। সুষ্ঠু তদন্ত যাতে বিঘ্নিত হয়, সেজন্য উঠেপড়ে লেগেছে জড়িতরা। জানা গেছে, ভুয়া শিক্ষার্থী হিসেবে চিহ্নিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ের লোকদের সন্তানদেরও পরিচয় পাওয়া গেছে। সূত্র জানায়, ভর্তি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় না আসা এক সচিবের ছেলেকে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ভর্তি করা হয়েছে। ভুয়া ভর্তির সঙ্গে জড়িত লোক প্রশাসন বিভাগের কর্মকর্তা ইউনুস আহমেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পর তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানা গেছে। বিভিন্নভাবে যোগাযোগ করা হলে পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তিনি অসুস্থ। এদিকে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের একটি বিভাগে ভুয়া ভর্তির পেছনে সাবেক চেয়ারম্যানের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন অনেকে। কেননা ভুয়া শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই তার চেয়ারম্যান থাকাবস্থায় ভর্তি হয়েছে।

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন গতকাল অনুষদভুক্ত ১১টি বিভাগের চেয়ারম্যানদের নিয়ে ভুয়া ভর্তির ব্যাপারে করণীয় বিষয়ে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে বিভাগের চেয়ারম্যানদের ২০ এপ্রিলের মধ্যে গত ৫ বছরের পূর্ণাঙ্গ তালিকা অনুষদের ডিনের কাছে পেশ করতে বলা হয়েছে। এ তালিকায় বিভাগে সংরক্ষিত নথি, ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণের প্রমাণপত্র, পুনঃভর্তির প্রমাণপত্র সংযোজন করতে হবে। এছাড়া নতুন ভর্তির ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি, পুনঃভর্তি, সাবজেক্ট মাইগ্রেশনের ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা অবলম্বনের জন্য বিভাগের চেয়ারম্যানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বৈঠকে অনুষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর হারুন অর রশিদকে আহবায়ক করে ৫ সদস্যের তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর শেখ আব্দুস সালাম, লোকপ্রশাসন বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের চেয়ারম্যান রোকসানা কিবরিয়া প্রমুখ। অনুষদের ডীন বলেন, সারাদেশের অন্যায়, দুর্নীতির উত্তাপ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে লেগেছে। এতো কষ্ট করে ভর্তি পরীক্ষাকে স্বচ্ছ রাখার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ভুয়া ভর্তির এ খবর আমাদের মর্মাহত করেছে। এদিকে এ পর্যন্ত প্রমাণিত ভুয়া শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই কলা অনুষদের মাধ্যমে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু কলা অনুষদে ভুয়া শিক্ষার্থী অনুসন্ধানের জন্য কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যাচ্ছে না।